258312 - মৃত প্রাণীর হাড় এবং এ দিয়ে তৈরীকৃত পাত্রের হুকুম

প্রশ্ন

চীন কর্তৃক হাড় দিয়ে তৈরীকৃত পাত্রে খাওয়া কি জায়েয হবে? চাইনাতে কোন ধরণের হাড় থেকে পাত্রগুলো তৈরী করা হয় সেগুলোর উৎস সম্পর্কে আমি জানি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খ্রিস্টান) ছাড়া মুশরিক কর্তৃক যা কিছু জবাই করা হয় সেগুলো মৃতপ্রাণী হিসেবে গণ্য। এমনকি সে জবাইকৃত প্রাণী যদি গোশত খাওয়া জায়েয এমন প্রাণী হয় তবুও।

পক্ষান্তরে, মৃতপ্রাণীর হাড় ব্যবহার করা— সে প্রাণী গোশত খাওয়া জায়েয এমন প্রাণী হোক; কিংবা গোশত খাওয়া নাজায়েয এমন প্রাণী হোক— আলেমগণ এ নিয়ে মতভেদ করেছেন; সেটা কি পবিত্র; নাকি নাপাক?

জমহুর আলেম এর অভিমত হচ্ছে— এটি নাপাক। হানাফী আলেমগণ তাদের সাথে মতভেদ করেছেন। তারা এটাকে পবিত্র বলেন।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

"মৃতপ্রাণীর হাড় নাপাক; সেটি গোশত খাওয়া জায়েয এমন প্রাণীর হাড় হোক; কিংবা গোশত খাওয়া নাজায়েয এমন প্রাণীর হাড় হোক। এটি কোন অবস্থায় পবিত্র হবে না। এটা হচ্ছে ইমাম মালেক, শাফেয়ি ও ইসহাকের মাযহাব।

আর ইমাম ছাওরী ও আবু হানিফার মাযহাব হচ্ছে— এটি পবিত্র। কেননা হাড়ের মৃত্যু ঘটে না; তাই এটি অপবিত্র হয় না; চুলের মত।

কেননা গোশত ও চামড়া অপবিত্র হওয়ার হেতু হল এর সাথে রক্ত ও আর্দ্রতা যুক্ত থাকা। হাড়ের মধ্যে এটি পাওয়া যায় না।

আমাদের দলিল হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: "সে বলে, '(মৃতের) ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়গুলোকে প্রাণ দিবেন?' বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই প্রাণ দিবেন। প্রতিটি সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি সম্যক অবগত।"[সূরা ইয়াসীন,

৩৬:৭৯]

আর যহেতেু প্রাণ থাকার আলামত হচ্ছে অনুভূতি ও ব্যথা পাওয়া। হাড়রে মধ্যে গোশত ও চামড়ার চয়েে বশেী ব্যথা পাওয়া যায়।

যে জনিসিরে মধ্যে প্রাণ আছে সে জনিসিরে মৃত্যুও আছে। যহেতেু মৃত্যু মানে প্রাণরে বচ্ছিদে। যে জনিসিরে মৃত্যু ঘটে সটো নাপাক হয়; যমেন গোশত।"[আল-মুগনী" (১/৫৪) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ অভমিতকে অগ্রগণ্যতা দয়িছেনে। দখেুন: "আল-শারহুল মুমতি" (১/৯৩)।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা (রহঃ) হানাফি মাযহাবরে অভমিতকে নর্িবাচন করছেনে। তনিি বলনে:

"মৃতপ্রাণীর হাড়, শংি ও নখ এবং এ জাতীয় যা কছিু আছে যমেন খুর, চুল, পালক ও পশম ইত্যাদি: পবত্রি। এটি ইমাম আবু হানফিার অভমিত। মালকেি ও হাম্বলি মাযহাবওে এমন একটি কথা আছে।

এ অভমিতটি সঠকি। কনেনা এ জনিসিগুলোর মূল বধিান হলো পবত্রিতা; আর এগুলো অপবত্রি হওয়ার পক্ষে কোন দললি নইে।

তাছাড়া এ জনিসিগুলো ভাল শ্রণেীয়; মন্দ শ্রণেীয় নয় য,ে হালাল বর্ণনাকারী আয়াতরে অধীনে এগুলো অন্তর্ভুক্ত হব।ে অর্থাৎ আল্লাহ্ যা কছিুকে মন্দ শ্রণেীয় হসিবেে হারাম করছেনে সগেুলোর মধ্যে এ জনিসিগুলো পড়বে না; শব্দগত দকি থকেওে নয় এবং মর্মগত দকি থকেওে নয়।

শব্দগত দকি থকেে নয়: যমেন আল্লাহ্র বাণী: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (তোমাদরে উপর মৃতপ্রাণী হারাম করা হয়ছে)ে এর মধ্যে চুল ও এ জাতীয় জনিসিগুলো পড়ে না। অর্থাৎ যহেতেু মৃতরে বপিরীত জীবতি। জীবন দুই প্রকার: প্রাণীর জীবন ও উদ্ভদিরে জীবন। প্রাণীর জীবনরে বশৈষ্ট্যি হল: অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া। আর উদ্ভদিরে জীবনরে বশৈষ্ট্যি হচ্ছ:ে বৃদ্ধি পাওয়া ও পুষ্টগ্রিহণ।

হারামকৃত মৃতপ্রাণী: যাতে অনুভূতি ও ইচ্ছাধীন নড়াচড়া নইে। পক্ষান্তর,ে চুল বাড়ে ও পুষ্টগ্রিহণ করে এবং উদ্ভদিরে মত লম্বা হয়। উদ্ভদিরে কোন অনুভূতি নইে এবং উদ্ভদি নজি ইচ্ছায় নড়াচড়া করে না। এর মধ্যে জীবরে মত প্রাণ নাই য,ে সে প্রাণরে বচ্ছিদেে মৃত্যুবরণ করব।ে সুতরাং এমন জনিসি নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নইে।

যারা এমন অভমিত ব্যক্ত করনে তাদরেকে বলা হব:ে আপনারা নজিরোও তো আয়াতরে শাব্দকি ব্যাপকতাকে দললি হসিবেে গ্রহণ করনে না। কনেনা যে সব প্রাণীর রক্ত নাই; যমেন- (মরা) মাছ, বচ্ছিু ও পোকা; এগুলো আপনাদরে নকিটওে অপবত্রি

নয় এবং জমহুর আলমেরে কাছওে অপবত্রি নয়। অথচ এ এগুলোর মৃত্যু জীবরে মৃত্যুর মত।

ব্যাপারটি যহেতেু এ রকম এর থকেে জানা গলে য, মৃতপ্রাণী অপবত্রি হওয়ার হতেু হল মৃতপ্রাণীর মধ্যে রক্ত জমাট হয়ে থাকা। আর যে প্রাণীর মাঝে তরল রক্ত নইে সটো মারা গলেওে তাতে কোন রক্ত জমাট বাধে না; তাই সটো নাপাক হয় না।

তাই এ ধরণরে জীবরে চয়েে হাড় ও হাড় জাতীয় জনিসি নাপাক না হওয়া অধকি যুক্তযিুক্ত। কনেনা হাড়রে ভতেরে কোন তরল রক্ত নাই এবং হাড়রে ইচ্ছাধীন নড়াচড়াও নাই; অন্যকছিুর অনুবর্তী হওয়া ছাড়া।

সুতরাং অনুভূতি শক্তরি অধকিারী, স্ব-ইচ্ছায় নড়াচড়াকারী পরপিূর্ণ জীব যদি এর মধ্যে তরল রক্ত না থাকার কারণে নাপাক না হয় তাহলে হাড়রে ভতেরে তরল রক্ত না থাকার পরওে সটো কভিাবে নাপাক হবে...?

বষিয়টি যহেতেু এমন অতএব, হাড়, নখ, শংি, খুর ইত্যাদি যাতে প্রবহমান রক্ত নাই সগেুলো নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নাই। এটাই অধকিাংশ সালাফরে অভমিত।

যুহরী বলনে: এ উম্মতরে উত্তম প্রজন্ম হাতরি হাড় দয়িে তরৈীকৃত চরিুনী দয়িে মাথা আঁচড়াতনে।

হাতরি দাঁতরে ব্যাপারে একটি পরচিতি হাদসি বর্ণতি হয়ছে; কন্তিু সে হাদসিরে ব্যাপারে কছিু কথাবার্তা আছ। এটি সে আলোচনা করার স্থান নয়। কারণ আমাদরে সে হাদসি দয়িে দললি দওেয়ার প্রয়োজন নাই।

আরও বলা যায়, চামড়া তো মৃতপ্রাণীর অংশবশিষে। চামড়ার মধ্যে রক্ত আছ; যমেনভিাবে মৃতপ্রাণীর অন্য সকল অংশে রক্ত রয়ছে। তা সত্ত্বওে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়া দাবাগতকরণ (প্রক্রয়িাজাত করণ)কে চামড়ার জবাই হসিবেে গণ্য করছেনে। কনেনা প্রক্রয়িাজাতকরণ চামড়ার আর্দ্রতাকে শুকয়িে ফলে।

এটি প্রমাণ করে য, অপবত্রিতার কারণ হল আর্দ্রতা। হাড়রে মধ্যে কোন তরল রক্ত নাই। হাড়রে ভতেরে যা কছিু থাকে সটো শুকয়িে যায়। হাড়কে চামড়ার চয়েে বশেি সময় সংরক্ষণ করা যায়। সুতরাং চামড়ার চয়েে হাড় পবত্রি হওয়া অধকি উপযুক্ত।"[আল-ফাতাওয়াল কুবরা (১/২৬৬-২৭১) সমাপ্ত]

সংক্ষপ্তিসার:

যদি এ পাত্রগুলো গোশত খাওয়া জায়যে এমন প্রাণীর হাড় দয়িে তরৈীকৃত হয় যে প্রাণীকে কোন মুসলমি বা কোন আহলে কতিাব জবাই করছেনে তাহলে এ সব পাত্র পবত্রি এবং এগুলো ব্যবহার করা হালাল।

আর যদি এমনটি না হয়— চীন দশেরে ক্ষত্রেে যটো ঘটার সম্ভাবনাই প্রবল— তাহলে এ পাত্রগুলো মৃতপ্রাণীর হাড় থকেে তরৈী। মৃতপ্রাণীর হাড়রে ব্যাপারে আলমেদরে মতভদে খুবই শক্তশিালী। তাই একজন মুসলমিরে জন্য উত্তম হল এ ধরণরে

পাত্র ব্যবহার করা থকেে দূরে থাকা। এগুলো ছাড়াও অনকে পাত্র রয়ছে।

যদি এ পাত্রগুলো মৃতপ্রাণীর ভস্মীকৃত হাড়রে ছাই দয়িে তরৈী করা হয় তাহলে সটো হতে পার। যহেতেু ছাই নাপাক নয়। যহেতেু রূপান্তররে মাধ্যমে সটেি পবত্রি হয়ে যায়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।